দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ OCT. 1 0 2006
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

# খালিয়াজুরীতে মাধ্যমিক শিক্ষার বেহাল অবস্থা

॥ মহসিন মিয়া, খালিয়াজুরী থেকে সংবাদদাতা ॥

শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্রের স্বল্পতা, প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব এবং ম্যানেজিং কমিটির স্বেচ্ছাচারি মনোভাবের কারণে নেত্রকোনার খালিয়াজুরী উপজেলায় মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়ের সংখ্যা মাদ্রাসাসহ ১৩টি। এসব বিদ্যালয়ে প্রায় দেড় হাজার ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। সূত্র জানায়, উপবৃত্তির শর্তানুযায়ী একজন ছাত্রীকে উপবৃত্তি পেতে হলে ৩৬৫ দিনের মধ্যে ২৭০ দিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে হবে [illegible]

বিদ্যালয়ে বেশিরভাগ ছাত্রীর নির্দিষ্টহারে উপস্থিতি দেখিয়ে ও শর্তে উল্লেখিত নম্বর প্রদান করে উপবৃত্তির টাকা উত্তোলনের অভিযোগ রয়েছে। খালিয়াজুরীতে নারী শিক্ষা বাড়লেও বাড়েনি শিক্ষার মান। মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষকেরও অভাব রয়েছে।

অনেক বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ থাকলেও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাবে অনেক কষ্টে পাঠদান করা হয়। এদিকে খালিয়াজুরীর মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়গুলোর বড় সমস্যা হলো বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি গঠনে কোন শিক্ষাগত যোগ্যতার তোয়াক্কা করা হয় না। ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা [illegible]

কিছু লোক ডোনেশন দিয়ে কমিটিতে অন্তর্ভু[illegible] হচ্ছে। এলাকার এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক[illegible] শতকরা ৮০ ভাগ বেতন-ভাতা পেলেও বিদ্যাল[illegible] ২০ ভাগ বেতন নিয়মিত পায় না। খালিয়াজুরী[illegible] মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিস[illegible] বিজ্ঞান ও ইংরেজী শিক্ষকের অভাব রয়েছে।

উপজেলার অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ছাত্র[illegible] ছাত্রীদের কাছ থেকে সেশন ফি, খেলাধুলা ফি গ্রহ[illegible] করা হলেও উপযুক্ত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চা[illegible] হয় না।

এদিকে সবক'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি[illegible] সময় পাঠাগারের চাঁদা আদায় করা হলে[illegible]